# অদ্ভুত প্রেম এক

নন্দিনী হোসেন

১৮ আগষ্ট ২০০৫

এতদিন জেনে আসছিলাম আমাদের দেশে সাধারণের অবোধ্য কিছু বাম তান্ত্রিক এবং তালেবানী মুসলিমরা (সাইদী গং) প্রচন্ড আমেরিকা বিরোধী। যদি ও আমেরিকান ডলারে তাদের কোন আপত্তি আছে বলে শুনা যায় নি কখন ও। তবে ইদানীং আমি বেশ ধন্দে পরেছি। ধন্দ টা হচ্ছে, প্রেম এবং ঘৃনার মধ্যে কোনটি বেশী শক্তিশালী তা মালুম না হওয়াতে । কেমন যেন তালগুল পাকিয়ে যাচ্ছে সব। অবশ্য কেউ যেন মনে না করেন আমি প্রেম বিরোধী !হিংসা বিদ্বেষ-পূর্ন আজকের এই পৃথিবীতে বরং প্রেমের বড়ই প্রয়োজন। তবে তা যে অনেক সময় স্বাভাবিক যুক্তি-বুদ্ধি লোপ করে দেয় মানুষের, তা আরেকবার যেন প্রমানিত হল। যেমন আমাদের কারো কারো আমেরিকা প্রেম এতটাই ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেচে যে, মনে হয় আমাদের কট্টর মুসলিম বন্ধুরা যেমন পবিত্র মক্কা-মদিনার নাম শুনা মাত্র ই ভাবের ঘোরে চলে যান। যেখানেই থাকেন না কেন,কাবা কে কেবলা করে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (নামাজ শব্দটা দেখছি ইদানীং বাতিল হয়ে যাচ্ছে )আদায় করেন ; তেমনি এই প্রেমিক রা ও মনে হচ্ছে আমেরিকার পবিত্র মাটিতে নিয়ম করে চুম্বন করেন দশ ওয়াক্ত ! মুসলিমরা যেমন উত্তেজিত হয়ে পরেন পবিত্র মক্কা মদিনার বিরুদ্ধে কিছু শুনলেই, তেমনি দেখি এই প্রেমিক রা ও কম যান না । এই জায়গায় কি অদ্ভুত মিল উভয়ের !কঠিন প্রেমের মাহাত্য বোধ হয় একেই বলে। মন মগজ অন্ধ করে দেয়। দূরের পৃথিবী তো দূরে থাক,আশ পাশ টা ও দেখা হয় না চোঁখ দুখানি মেলে ।

ভিন্নমত সম্পাদক জনাব কুদ্দুস খান (প্রাক্তন ম্যানেজার) কে এতদিন জানতাম একজন বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ হিসেবে ! ইদানীং দেখছি তিনি নতুন ভুমিকায় অবতীর্ন হয়েছেন। অন্যরা তার মতের সাথে একমত নয় বলে তিনি তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে তার ছায়াতলে জমায়েত হওয়ার আহবান জানাচ্ছেন ! তার আহবান শুনে মনে হচ্ছে তিনি নতুন কোন ধর্ম আবিষ্কার করেছেন সদ্য!এ যেন,বাংলাদেশে বোমা হামলার কাছে পাওয়া জামাতুল মুজাহেদীনের লিফলেট ! যেখানে বাংলাদেশে শুধু ইসলামী আইন বলবৎ করার শপথ জানানো হয়েছে ! অন্য মত গ্রাহ্য করা হবে না ! কুদ্দুস খান ও সবাইকে আমেরিকা প্রেমিক বানানোর মিশন নিয়ে যেন মাঠে নেমেছেন ! অন্য মত তিনি স হ্য করতে পারছেন না। হয়ত আর ও বেশী করে প্রেম না দিলে আমেরিকার পাতে কিছু কম পরে যাবে বলে তিনি আতিংকিত বোধ করছেন !

আরেকটা নতুন তথ্য ও জানলাম ইদানীং কুদ্দুস খানের কল্যানে। আমেরিকার বাসিন্দা না হলে নাকি আমেরিকা বিষয়ে কিছু লিখা যাবে না। এই নতুন ফতোয়া বেশ মজাদার ই বলতে হবে। তাহলে এত এত লিখা অন্য দেশ নিয়ে প্রতিদিন যে সেদেশে বসবাস না করে ও লিখা হচ্ছে,তার সব ই তবে বাতিল যোগ্য !তবে প্রেমের ভাষায় আমেরিকা কে নিয়ে কিছু লিখলে বোধ করি কুদ্দুস খানের আপত্তি নেই। যত সমস্যা সব বিপক্ষে লিখলেই !

অনন্ত আমেরিকার চরিত্র যথার্থ ই চিত্রিত করেছেন তার লিখায়। অত্যন্ত চমৎকারভাবে তার লিখায় প্রকাশ পেয়েছে দেশে দেশে আমেরিকার গন তন্ত্র ফেরীর নমুনা। ওয়াকিব হাল মহল তাতে দ্বি-মত প্রকাশ করার কোন কারন খুঁজে পাবেন না। আরেকটি কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন,তারা কিন্তু আমেরিকার জনগনের বিরুদ্ধে নয়। অথবা আমেরিকার নিজস্ব ভু-খন্ডে গনতন্ত্রের চর্চা নিয়ে ও কেউ প্রশ্ন তুলেন নি। মানবতাবাদীরা প্রশ্ন তুলেন আমেরিকা নামক দেশটির শাসকদের বিদেশ নীতি নিয়ে। কারন মানবতাবাদীরা এক চোঁখা নীতি নিয়ে চলেন না। কুদ্দুস খান যেমন ইতিহাসের নিয়ম মানেন না,তিনি মনে করেন আজকের আমেরিকা এই নীতি নিয়েই অন ন্ত কাল ধরে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেই যাবে। যদি ও আমরা জানি ইতিহাস তা বলে না। কোন সভ্যতাই চিরস্থায়ী হয় নি। বধিবার জন্য গোঁকূলে কেউ না কেউ বেড়েই চলে !

অবশ্য সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক বলে বামপন্থী দের বস্তা পঁচা শ্লোগানের দিন এখন আর নেই এটা ও মনে রাখতে হবে আমাদের। এদিকে সাইদী গং দের ব্রিটেন আমেরিকার ডলার পাউন্ডে পকেট ভর্তি করতে ভারী মজা ! আবার নিয়ম করে প্রতি শুক্রবার মসজিদে মসজিদে বুশ ব্লেয়ারের মুন্ডুপাত করার খায়েশ দেখলেও ভীরমি খেতে হয় !এসব ই সরল প্রান মানুষের চোঁখে ধোকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। যাই হোক। আমরা জানি সাম্রাজ্যবাদ এখন আর আগের ধারায় নেই। বদলে গেছে সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশল। তারা আগের মত আর দেশ দখল করে না। করার দরকার ও নেই। তার বদলে তাদের পন্য দিয়ে,সংস্কৃতি দিয়ে দিনে দিনে অধিকৃত দেশের হেশেলে পর্যন্ত ঢুকে যায়। নানা কায়দায় জনগনের মগজে সু-কৌশলে পঁচন ধরায়। ভুলিয়ে দেয় তাদের নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতা। যদি ও এখনকার প্রেক্ষিতে ছোট হয়ে আসা পৃথিবীর বাসিন্দারা কেউই স্বয়ংসম্পুর্ন নয় অন্যের সাহায্য সহযোগীতা ছাড়া। আজকের যুগে পৃথিবীর নিয়ামক শক্তি হয়ে দাড়িয়েছে প্রযুক্তি । উন্নত বিশ্ব থেকে পাওয়া এই প্রযুক্তি স্বল্প উন্নত দেশ গুলোর জন্য আশির্বাদ স্বরূপ এটা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু তার বদলে অনেক সময় তাদের কঠিন মুল্য পরিশোধ করতে হয় কড়ায় গন্ডায়। যেমন ,প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্কের ভাষায়,ইরাকে এখন মোবাইল এসেছে,কিন্তু তার সুফল যা হয়েছে তা হল,দেখা যায় রাস্তায় কোন বিদেশীকে দেখা মাত্র ই রাস্তায় দাড়ানো ছেলেটি মোবাইল টিপ তে ব্যস্ত হয়ে পরে। তার খানিক পর ই সেখানে হাজির হয়ে যায় যমদূতের মত আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা !এরকম অসংখ্য উদাহরন দেওয়া যায়। কিন্তু তার কি খুব দরকার আছে। মুড়ি মুরকীর মত মানুষ মরে গনতন্ত্রের নামক প্রসাদ বিলানোর নামে। তা ও যদি সাধের গনতন্ত্র আস ত। হায় !তা তো আর আসে না !

শুধু মাত্র ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে বাতাসে ছড়ি ঘুরালে কাজের কাজ কিছুই হবে না। ধর্মীয় মৌলবাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও অবশ্য ই সোচ্চার হতে হবে সচেতন মানুষের। বুশ চাইলে কি তার প্রাক্তন বন্ধু লাদেন লুকিয়ে থাকতে পারে আজ ও? টিকে থাকতে পারে মৌলবাদী ভুত এখন ও ? একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করি কুদ্দুস খান কে ,বাংলাদেশের জামাত কি করে আমেরিকার চোঁখে মডারেট মুসলিম গনতান্ত্রিক দল হয় ? একের পর এক বোমা হামলায় কেউ ধরা পরে না কেন? আমাদের ম্যাডাম বহাল তবিয়তে আমেরিকার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত মডারেট গন তান্ত্রিক জামাত কে নিয়ে শাসন কার্য্য চালিয়ে

যাচ্ছেন। সারা দেশ নজীরবিহীন বোমা হামলায় থমকে দাড়ায় ,তবু তিনি একটু ও থমকান না ! একটু ও রোজ লিপ ষ্টিকের কমতি পরে না চেহারায়। ফাটল ধরে না কোথা ও। সামান্য ভ্রু টুকু ও কুঁচকায় না তাঁর। যথাস্থানে যথারীতি সব ই আছে। মুখের চামড়ায় সামা ন্য ও কম্পন দেখা যায় না । সদা উজ্জল,সদা স্মিত। বুকের পাটা আছে বটে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর। এত বড় বিপদে ও এমন ঠান্ডা মাথা,শীতল ভাব ভঙ্গী বিস্ময় জাগায় বৈ কি !পৃথিবীর তাবড় তাবড় ঘোড়েল নেতাদের ও এমন অবস্থায় শীতল থাকা মুশকিল হয়ে যেত। জোর টা কোথায় আসলে ? একটু ভেবে দেখুন বুঝতে অসুবিধা হবে না।

আমেরিকা বা বুশ ব্লেয়ার দের কেন নিঃশর্ত ভাবে প্রেম দেওয়া যায় না জানেন?কারন তাদের যত কাছে যাবেন তত ই দুর্গন্ধ ছড়ায়। মনুষ্য রক্তের দুর্গন্ধ ! মুসলিম দের পবিত্র মক্কা এবং রসুল প্রিতীর মত ই কুদ্দুস সাহেবেদের আমেরিকা এবং বুশ প্রেম। মানবতাবাদীদের পক্ষে তো আর নাক মুখ গুজে এমন প্রেমিক সাজা সম্ভব নয় !